R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৫শ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৭ই মাঘ, বুধবার, ১৪১৫ সাল। ২১শে জানুয়ারী, ২০০৯ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

আবার দুই ধৃত উগ্রপন্থীকে হাজির করা হলো জঙ্গিপুর কোর্টে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের কাপড় ব্যবসায়ী মুস্তাক ও জঙ্গিপুরের প্যারাটিচার হাসান মাষ্টার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ২০০৮-এর ২৯ জুলাই সি আই ডি-র হাতে ধরা পড়ে। বর্তমানে তারা দু'জনই জেলে। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার তাদের জঙ্গিপুর আদালতে আনা হয়। দুই উগ্রপন্থীকে বিভিন্নভাবে জেরা করার সময় বার বার সফিকুল ওরফে সফিক ওরফে দীপকের নাম উঠে আসে। তখন থেকেই সফিকের সন্ধানে ছিল সি আই ডি। লস্কর-ই তৈবার জঙ্গী সন্দেহে ৩০ বছরের ঐ বাংলাদেশী যুবককে গত ১২ জানুয়ারী রাতে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের কাওয়ামারিতে প্রাক্তন এক সেনাকর্মী হাজি আখতার হুসেন ওরফে গাছির বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আখতার ছিল সেনাবাহিনীর গাড়ি-চালক। আখতারের মেয়ের বিয়ের আসর থেকে সফিকুল গ্রেপ্তার হয়। সি, আই, ডির স্পেশাল আই জি অপারেশন্স এর সিদ্ধিনাথ গুপ্ত জানান, সফিকুল সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য পাচারের সংগে দীর্ঘ দিন জড়িত থাকার অভিযোগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শিলিগুড়ি ক্যান্টনমেন্টে সেনা ছাউনিতে দোকান খুলে গোপন তথ্য পাচারের পরিকল্পনা ছিল তার। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই সফিকুলকে সেনাবাহিনীর তথ্য পাচার করার জন্য পাঠিয়েছিল। জঙ্গিদের গাইড হিসেবেও সে বিভিন্ন রাজ্যে (শেষ পৃষ্ঠায়)

রাজনৈতিক নেতা ও কাউন্সিলারদের ভিডিও পার্লারে নিয়মিত ব্লু ফিল্ম দেখানো হচ্ছে, পুলিশ চুপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পৌর শহর আজ সবার থেকে এগিয়ে। জঞ্জালপূর্ণ রাস্তা, অপরিষ্কার ড্রেন, মশার উপদ্রব, দু' মাসেও রাস্তায় আলো লাগানো হয় না, চা, পানের দোকানকেও ছাড়িয়ে মদের দোকান। তার উপর এই শহরে ৬টি ভি, ডি, ও পার্লারে সদর্পে সকাল ১০টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত চলে ব্লু ফিল্ম। এই সব ভি, ডি, ও পার্লারগুলো নাকি বিনা সরকারী ট্যাক্সেই চলে। অথচ প্রশাসন নির্বিকার। সন্ধ্যের পর জনাকয়েক পুলিশকে ভি, ডি, ও পার্লারের মালিকের সাথে প্রায় গলপ গুজব করতে দেখা যায়। অনুসন্ধানে জানা যায়—ব্লু ফিল্মের দর্শক এখানে তিন ধরনের। সকাল ১০টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ছাত্রদের ভিড় হয়। এর পরের শোতে যুবকদের এবং রাতের শেষ শো বয়স্কদের জন্য। এই ভি, ডি, ও পার্লারের মালিকদের মধ্যে কেউ নেতা, কেউ পুর কাউন্সিলার। তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে সব কিছুই বৈধ।

জঙ্গিপুর বই মেলা শুরু হচ্ছে ১০ ফেব্রুয়ারী

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বই মেলা সাড়ম্বরে শুরুর কথা মাথায় রেখে গত ১৮ জানুয়ারী এক সভা হয়। সেখানে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী মাঠে জঙ্গিপুর বই মেলার শুভ সূচনার দিন নির্দিষ্ট হয়। মেলা চলবে ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এবার মেলার থীম ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের শতবর্ষ। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক বিশেষ চিত্র প্রদর্শনীর (শেষ পৃষ্ঠায়)

শিক্ষিকার দৃষ্টান্তহীন কাজে সবাই বিস্মিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর গার্লস হাই স্কুলের জনৈকা শিক্ষিকা রত্না চ্যাটার্জী গত ১৩ জানুয়ারী ঐ স্কুলের পাঠরতা তিন থেকে সাড়ে তিনশো ছাত্রীর সাইকেলের বাতাস খুলে দিয়ে এক দৃষ্টান্ত তৈরী করলেন। ছাত্রীদের অপরাধ স্থানাভাবে কোন কোন ছাত্রীর সাইকেল চলাচলের পথে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে। দিদিমণির রোষ গিয়ে পড়ে স্কুল সুদ্ধ ছাত্রীদের সাইকেলের ওপর। (শেষ পৃঃ)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯০৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই মাঘ, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

॥ শীতের গীত ॥

আমাদের ঋতুরঙ্গের এই দেশে প্রত্যেকটিই এক একটি বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হয়। আর তাহার সেই উপস্থিতি মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কবিকুল তাঁহাদের কল্পনার জাল বিস্তার করিয়া বহুবিধ শব্দবিন্যাসে তদ্বিষয়ক বর্ণনায় মুখর থাকেন এবং প্রকৃতির প্রতি নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রাখিয়া দেন। অতি বাস্তব বুদ্ধির মানুষ ঋতু বিশেষে বাস্তব চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন।

মূলতঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতু তথাকথিত অর্কবিদিগের কাছে এক এক রূপ লইয়া উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মকে তাঁহারা রুদ্রের প্রচন্ডতায় ভুষিত করেন। বর্ষাতে রাক্ষসীর করালগ্রাস দেখেন। শীতের জরত্বে বার্দ্ধক্যের রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এই তিন ঋতুই যেন কিছু জীবনের দাবী করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের দাবদাহে মৃত্যু, বর্ষার প্লাবনে মৃত্যু ও শীতের শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যু।

এবারের শীতে যে শৈত্যপ্রবাহ কোথাও কোথাও ঘটিয়াছে তজ্জনিত মৃত্যুও হইয়াছে। একধারে শীত দিয়াছে প্রাণ ধারণের নানা সম্ভার। শস্য, সব্জি এবং অন্যান্য নানা উপকরণে শীত ডালা সাজাইয়া যে ভোজের আমন্ত্রণ জানায়, তাহাতে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়। বিবিধ শাকসব্জির উপকরণে গৃহস্থের অন্নথালি সজ্জিত হয়; অন্যদিকে পিঠে-পায়েসের আয়োজনে রসনার পরিতৃপ্তি। কিন্তু এও তো আজ অর্কবিজনোচিত হইল না। কবির কল্পলোকের কথার মত শুনাইতেছে এবং আজিকার সমস্যা-জর্জরিত মানুষের ভাগ্যকে যেন উপহাস করা হইতেছে। ইহা যথার্থ বটে। যে শীত মানুষের পরিপাক শক্তির এক বাড়তি ক্ষমতা দেয় এবং তাই বহুবিধ খাদ্যসামগ্রীর পসরা সে সাজায়, সে শীত ঋতু আজ মানুষের মনে আবেদনের সাড়া জাগাইতে পারিতেছে না। পরিপাক করিবে সে সব বস্তু, তাহা ভাগ্যবান কুবের প্রতিনিধিদের করায়ত্ত; 'হারু সেখ' ও 'রামা কৈবর্ত'দের কাছে তাহা স্বপ্নসম। শীতের বনে খসেপড়া পাতার মত। এখন কুয়াশার চাদর জড়িয়ে ভোর। মনে হয় এই তো সেদিন। শীতের ধুলোওঠা রোদ মাখা সকাল। গায়ে সস্তা ফানেলের জামা। রোম ওঠা কুকুরের মত তার বর্ণ। গায়ে খদ্দরের রঙিন চাদর। শীতের সকাল থেকে বাঁচার সযত্ন প্রয়াস। কীভাবে জীবনের অনেকটা পথ হাঁটা হয়ে গেছে। তবুও নোতুন বছরে মনে হয় কিছু করা হয়নি। অনেক কিছু দেখা বাকী। অনেক কিছু করাও বাকি। সময় থেমে থাকে না। তাই পুরাতন বৎসরের সালতামামি মনকে কুঁরে কুঁরে খায়। মনের মধ্যে জাগে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি। শিরায় শিরায় তার মাতন। যুক্তি দিয়ে তার কোন হিসাব মেলেনা। ফিরে দেখতে অনেক কিছু ইচ্ছা করে। মনে জাগে নোতুন কিছু করার স্বাদ। পুরাতন এবং বর্তমানের মেলবন্ধনের দর্পণে নিজেকে তুলে ধরি বার বার। মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়—স্বাগত—২০০৯। মানুষ যেন শুভ-অশুভের মধ্যে কোন আঁতাত না গড়ে। ধর্ম-বর্ণ-কর্মের ঊর্ধ্বে উঠে 'মানুষ' যেন 'মানুষের জন্য'ই হয়।

তোমার পূজার ছলে....

হরিলাল দাস

আবহায়া বদলে গিছে। শীতের মধ্যি বিষ্টি। কী ঝামিলা। এর মধ্যিই কাজ ফিনিস কত্তি হবে। দুজন লেবার এই সব বলছে আর তালে তালে ব্রাশ ঘষছে। নেতাজি মূর্তি সাফাই। জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে—শরিকি সংহতির প্রদর্শনী। কাজের তদারকিতে নিযুক্ত এক যুবক তাগিদ দেয়—হাচ্চালা, হাচ্চালা।

বছরের জমা ধুলো-ময়লা ঝিম্‌ঝিম্ জলে ভিজে থিক্‌থিক্। এক লেবার কাজ থামিয়ে শুধায়—কতো বছর হবে নেতাজির বয়েস?

বেঁচে নাই—থাকলে অনেক হতো। উত্তর দিয়ে সে ভাবে, নেতাজির জন্ম কতো সালে, কী করে মারা গেল, কী যুদ্ধ করে—এই সব কথা। না কি ইতিহাস!

এখানে মঞ্চ বেঁধে সভা হবে। প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসেন দুজন। তাঁদের চিন্তা কী করে খরচ বাঁচানো যাবে। কালেকসন যা তাতে বাজেট পুজবে কী? এখন পাবলিক সেয়ানা। সবার মুখে কৃষি-শিল্প বুলি। চাঁদার পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। কেউ কেউ প্রকাশ্যেই বিমুখ।

সেই যুবক জানতে চায়—নেতাজির জন্ম কতো সালে? ধাঁধায় পড়েন দাদারা। মুখরক্ষা জবাব দেন—অনুষ্ঠানে আসবি, সব জানতে পারবি। সঙ্গে কিছু করে লোক আনবি, বুঝলি।

ফিরে দেখা

মানিক চট্টোপাধ্যায়

ফেলে আসা পুরাতন বৎসরের সাল-তামামি নিয়ে কিছু বলছিনা। কারণ মিডিয়া এখন উদারহস্ত। মিডিয়ার দাক্ষিণ্যে পুরাতনের হিসাব বার বার মানুষের দরবারে হাজির হয়েছে। রাজনীতি-অর্থনীতি সমাজ সংস্কৃতি কিছুই বাদ যায়নি। বার বার 'ফিরে দেখা' ক্রমশঃ যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে। তাই সে আলোচনায় ঢুকছিনা। তবুও নোতুন ইংরেজী সালের লাল টক্‌টকে সূর্য্য যেন এক নোতুন প্রভাতের সূচনা করে। মোলায়েম রোদ লাগে গায়ে। মন হয়ে যায় উচাটন। কিভাবে চলে যায় দিন। বছরের চাকা অবিরাম গতিতে যায় গড়িয়ে। এখন কনকনে ঠান্ডা। ভরা পোয়াতীর মত পৌষ মাসের রাত্রি। হাড়হিম করা শীত। পুরাতন ক্যালেন্ডারের বিবর্ণ পাতা। ঠিক যেন

ইতিহাসের চিঠি নেতাজী তোমাকে

বিশাখা বিশ্বাস

দ্বিপ্রহরের বুক বিদীর্ণ করে ঘরে ঘরে যখন বেজে উঠছে শংখ, "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে" বিগতদিনের সেই বিশ্বাসঘাতক আমরা বর্তমানের নোতুন প্রজন্মের কাছে আজ নোতুন পোষাকে আবার হাজির হচ্ছি দেখে তুমি কী হাসছো নেতাজী? তুমি কী হাসছো কেবল এইজন্যে যে, ভলগা ছেড়ে মার্ক্সকে আজ বেঁচে থাকতে হচ্ছে এই ভাগীরথীর তীরে এবং লেনিনকে ছেড়ে সুভাষপূজার হিড়িকে আমাদেরও আজ খুঁজতে হচ্ছে টিকে থাকার নোতুন আশ্রয়?

সেদিনের কথাটা আজো অনেকের মনেই অম্লান হয়ে আছে নেতাজী। ঘরে ঘরে আমরা তখন ফেরি করতাম সেই গল্প—জাপান আর জার্মানের কাছে নাকি দেশ বেচে দিতে চাও তুমি। ঘরে ঘরে ফিসফিসিয়ে আমরা তখন প্রচার কোরতাম, বার্মার পতিতালয়ে সুন্দরী মেয়ে নিয়ে নাকি ফুর্তির মতলব ছিল তোমার। ঘরে ঘরে আমরা তখন তাই বলতাম, "মুক্তিফৌজ নামক তস্কর বাহিনী নিয়ে ভারতের মাটিতে সুভাষ এলে সেই ঘৃণ্য কাজের যোগ্য জবাব সে পাবে আমাদের কাছ থেকে (জনযুদ্ধ তাং ১০/১/৪৩)।"

(৩য় পৃষ্ঠায়)

ভাগীরথী-খড়খড়ি সেতুর ফুটপাত চলাচলের অযোগ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর ভাগীরথী সেতু, খড়খড়ি রাম সেন সেতু বা মোড়গ্রাম রেলব্রীজ সেতুর দু'ধারের চলাচলের রাস্তা অযোগ্য হয়ে পড়েছে। যেখানে সেখানে সিমেন্টের পাটাতন ভেঙে গিয়ে গর্তের সৃষ্টি করেছে। পথচারীরা দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়েই ঐসব ফুটপাত দিয়ে বাধ্য হয়ে চলাচল করেন। ভাগীরথী সেতুতে উঠানামার জন্য উভয় পারে যে সিঁড়ি আছে, সেগুলোরও কোন তদারকি হয় না। পুরসভায় ঝাড়ুদার নিযুক্ত থাকলেও সিঁড়িগুলো কত দিন থেকে অপরিষ্কার দেখলেই বোঝা যাবে। পূর্ত দপ্তর এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই এ ব্যাপারে পুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

নেতাজী তোমাকে (২য় পৃষ্ঠার পর)

তোমার প্রবল দেশপ্রেমের জোয়ারে সমগ্র ভারত যখন প্লাবিত হচ্ছে, একদল বেয়াদব ঘোড়ার মতো স্বদেশভুমির সাথে শেকড়হীন, সম্পর্কহীন আমরা মীরজাফরের উত্তরাধিকারীরা সেদিন তখন আমাদের পত্রিকায় আঁকলাম এক ঘৃণ্য কার্টুন ঃ ভারত লুন্ঠনের জন্যে জাপানী সৈন্যদের পথ দেখিয়ে আনছে এক বিশ্বাসহন্তা বামন—বামনের নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ নভেম্বর ২০)।

দেশমাতৃকার গর্ভজাত বীর সৈনিকগণ যাদের কাছে কোনদিন ভাই ছিল না, বিদেশভুমি যাদের কাছে চিরদিন ছিল ফাদার-ল্যান্ড, আজ বিকেলের পরন্ত রোদে হাতে হাত রেখে মানববন্ধন করে নোতুন প্রজন্মকে নোতুন করে আবার তারা বোকা বানাতে চাইছে দেখে তুমি হয়তো হাসছো নেতাজী। তোমার হাসিতে আমাদেরও আজ মনে পড়ে গেল সেদিনের হাস্যকর সেই ইতিহাস। আমরা তখন তোমাদের বলতাম পঞ্চম বাহিনী —বিশ্বাস হন্তারকের দল। বোম্বের ঐতিহাসিক সেই ২৩ মের সম্মেলনে আমরা তাই ঘোষণা করলাম, বিশ্বাসঘাতক পঞ্চম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য হল ট্রেইটর বোসের ফরওয়ার্ড ব্লক (কমিউনিষ্ট পার্টি বাই মধু লিমায়ে পৃ—৪৯)। সেই সাথে আমাদের সংগ্রামী কাগজে আমরা ছাপলাম একটি কার্টুন ঃ হাজার হাজার নিরন্ন নিরীহ ভারতবাসীর মাথার ওপরে তুমি ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ষণ করছো জাপানী বোমা (জনযুদ্ধ তাং ২১/১১/৪৩)। তোমার কী মনে আছে নেতাজী সেই জঘন্য কার্টুনের ইতিহাস? হিটলারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবেনট্রপের কোটের পকেটে বসে আছে এক বিড়াল, বিড়ালের গায়ে লেখা ট্রেইটর বোস ??···

নেতাজী, সেদিনের সেই রাজনৈতিক কাঁচা শয়তানেরা আজ নিরীহ সজ্জনের মতো কথা বলছে শুনে তুমি কী হাসছো? পাপের কাছে তার বাপেরা আজ কানমলা খেয়ে রাজ্য জুড়ে যে কান্ড করছে তা দেখে আমরাও আজ না হেসে পারছি না নেতাজী। কত কথাই না আজ মনে পড়ে যাচ্ছে। তুমি তো জানতে তোমাকে আমরা বোলতাম ৫ম বাহিনীর সর্দার—বিশ্বাসঘাতকের নেতা। তাই যে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তুমি করে গেলে আপোষহীন সংগ্রাম, সেই ইংরেজ রাজশক্তিরই ঠেঙারে কর্মচারী ম্যাক্স-ওয়েলকে আমাদের কমরেড পী/সি জোশী লিখলেন তোমার প্রবল ব্যক্তিত্বের জোয়ারে উদ্বেলিত সংগ্রামী ভারতের "বিভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে, পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইতে তুমি আমাদের যথাযথ সাহায্য কর" (১৫/৩/৪৩-এ জোশীর চিঠি যা ভারতের জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে এবং যার ফটোকপি লেখিকার হাতে আছে)। সেই সাথে আমরা সেদিনও এঁকেছিলাম এক কার্টুন ঃ জাপানী দৈত্যের পোষা এক খোকার ছবি, খোকার নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ তাং ৮/৮/৪৩)। আরেক কার্টুন ছিল তালগাছে চেপে এক ভারতীয় কুত্তা ভারতের দিকে চেয়ে আছে—তাকে নীচে পাহারা দিচ্ছে এক জাপানী সৈনিক— কুত্তার নাম সুভাষ (জনযুদ্ধ—১৯৪৩)।·····

যারা এইভাবে তোমাকে একদিন তোজোর কুত্তা বলেছিলো, যারা এইভাবে তোমাকে একদিন ফিফ্‌থ কলামিষ্ট বলেছিল, যারা এইভাবে তোমাকে একদিন কুইসলিং বলেছিল, ইতিহাসের কড়া চাবুকে ক্ষতবিক্ষত সেই মীরজাফর ইয়ারলতিফ আর উমিচাঁদেরা যারা ভলগার বুক হতে তাড়া খেয়ে এসে গঙ্গার বুকে আজ আশ্রয় নিয়েছি—ইতিহাস না জানা আজকের নবীন প্রজন্মের কাছে তোমাকে পুঁজি করে তারাই আবার একটুকু শক্তপোক্ত হতে চাইছি দেখে তুমি কী হাসছো নেতাজী ?·····

হাসো নেতাজী তুমি হাসো। কেননা, জোতদার জমিদারের বুকে বসাবো বলে পুঁজিপতির কামারশালা থেকে যে ছুরিটায় আমরা একদিন শান্ দিয়ে আনতাম, তার চেয়েও অনেক বেশী ধারালো তোমার ঐ বাঁকা হাসি। তোমার ঐ হাসিতে মুক্ত বুদ্ধির নয়াপ্রজন্ম ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে নিজেরাই খুঁজে পাক সাবেকী সেই বিশ্বাসহন্তারকদের আসল ইতিহাস। জয়হিন্দ। জয়তু নেতাজী।

রাজ্যে এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৭·৩৪ লক্ষ

অবশেষে ক্ষুদ্র শিল্পের হাত ধরে ব্যক্তিগত উন্নয়নকে ঘরে ঘরে

পৌঁছে দিতে সফল হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

স্বনির্ভর আলোয় আলোকিত হচ্ছেন দরিদ্র ও অনুন্নত মানুষ

তাই স্বনির্ভরতার সোপানে পা রেখে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে সমস্ত শ্রেণীর জনগণ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই

মাদ্রাসায় সব খরচের দায়িত্ব নিয়েছে

রাজ্য সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ১৫ (১৯)/তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ৬/১/০৯

সিটু সমর্থকদের হাতে জয়েন্ট বিডিও লাঞ্ছিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক কংগ্রেস সেক্রেটারী মহঃ আখরুজ্জামানের নেতৃত্বে গত ১৯ জানুয়ারী ঐ অঞ্চলের বিডিওর কাছে ডেপুটেশনের সময় ছিল বেলা ৩টে। বিড়ি শ্রমিকদের সরকার নির্দ্ধারিত মজুরী, লগ বুক ইত্যাদির দাবীতে মিছিলটি বিডিওর দপ্তর চত্বরে পেঁছিয় বেলা ৩-১৫ নাগাদ। ঐ সময় সিটুর একটা মিছিল এসে তান্ডব শুরু করে। আখরুজ্জামানের বক্তৃতায় বাধা দেয়। বিডিওর কাছে এর প্রতিবাদ করলে তিনি জয়েন্ট বিডিওকে ঘটনাস্থলে পাঠান। ওখানে সিটু সমর্থকদের হাতে জয়েন্ট বিডিও লাঞ্ছিত হয়। এক সাক্ষাৎকারে মহঃ আখরুজ্জামান এই অভিযোগ জানান।

আবার দুই ধৃত উগ্রপন্থী (১ম পৃষ্ঠার পর)

যোগাযোগের কাজ করত। দুই লস্কর জঙ্গি রাজিন্দর ওরফে সেকন্দর এবং ইকবালকে লালগোলা সীমান্ত দিয়ে ঢুকিয়ে কাশ্মীরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তাদের আশ্রয়দাতার অভিযোগে মুস্তাক ও হাসানকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ মামলার যোগসূত্রেই সফিকুলকে গত ১৩ জানুয়ারী জঙ্গিপুর আদালতে তোলা হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার অভিযোগে তাকে ধরা হলেও সে তখন কীভাবে ছাড়া পেয়েছিল তা জানা যায়নি। আরও জানা যায়, সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢুকে নানা রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। আদালতের নির্দেশে সফিকুলকে ট্রানজিট রিম্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতার ভবানী ভবনে ; সেই সাথে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন সেনাকর্মী আখতারের সঙ্গে সফিকুলের হৃদ্যতা সি আই ডির কাছে সন্দেহজনক ছিল। আখতারের বিরুদ্ধে বহু সন্দেহজনক তথ্য সি আই ডির হাতে আসায় তাকেও ১৪ জানুয়ারী গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর আদালতে তোলা হয়। আদালত ১৩ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। ঐ দিন আখতারকে আদালতে তোলার কিছু আগেই রঘুনাথগঞ্জ থেকে মাস ছয়েক আগে ধৃত হাসান মাষ্টার এবং মুস্তাককেও আদালতে আনা হয়।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সব দিক থেকে নিরাপত্তায়—

॥ হোটেল ইণ্ডিগো ॥

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সন্নিকটে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ ২৬৬০২৩

রুচিসম্মত আহার, এয়ার কণ্ডিশনসহ বাসস্থান, কনফারেন্স রুম এবং যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা বলি।

জঙ্গিপুর বই মেলা শুরু হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ষ্টল থাকছে। এর দায়িত্ব নিয়েছে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। মেলায় বিভিন্ন স্বাদের বই-এর ষ্টল খোলার জন্য অল বেঙ্গল পাবলিশার্স এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। মেলার অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে রামমোহন ফাউন্ডেশনকে চিঠি দেয়া হচ্ছে। গত বছর বই মেলার বাজেট ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। টিকিট বিক্রী হয় ৩৯,৫০০ টাকা। ৫,০৪৭ টাকা আসে অন্যান্য খাত থেকে। পাবলিশার্সদের কাছ থেকে সংগ্রহ হয় ১,৬২,৪৫২·০০ টাকা। সুভেনীরের বিজ্ঞাপন ও গত বছরের উদ্বৃত্ত ১৩,০০০ নিয়ে বর্তমানে কমিটির কোষাগারে ৭২,০০০ টাকা মজুত আছে। ২৩ জানুয়ারী পরবর্তী সভায় মেলার বিভিন্ন সাব কমিটি ঠিক করা হবে মেলা উদ্বোধনে রামমোহন ফাউন্ডেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর বি, বি, গুহকে আনার জন্য যোগাযোগ চলছে। এক সাক্ষাতকারে এ খবর জানান জঙ্গিপুর বই মেলা কমিটির সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

শিক্ষিকার দৃষ্টান্তহীন কাজে (১ম পৃষ্টার পর)

তাঁর এই হঠকারিতায় গিরিয়া, লালখানদিয়ার, মিঠিপুর, জোতকমল, সম্মতিনগর ইত্যাদি দূর এলাকার ছাত্রীদের চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। সাইকেলের দোকানে দীর্ঘ লাইন দিয়ে চাকা ঠিক করে বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট নাকি খবর পেয়ে স্কুলে যান এবং নির্দিষ্ট শিক্ষিকার কাছ থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করেন বলে খবর। এখন অভিভাবকরা এই ঘটনাটা কিভাবে নেবেন এটাই দেখার।

ফ্যাক্স ঃ ২৬৬০১৭ এসটিডি ঃ ০৩৪৮৩
দূরআলাপনী ঃ ২৬৬০৭৪

জঙ্গিপুর পৌরসভা কার্য্যালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ● জেলা মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জঙ্গিপুর পুরসভার সকল স্তরের নাগরিকগণকে অবহিত করা যাইতেছে যে, অত্র পৌরসভার পক্ষ হইতে ইং ২০০৭-০৮ হইতে ইং ২০১২-১৩ পর্যন্ত আগামী পাঁচ বৎসরের খসরা উন্নয়ন পরিকল্পনা (Draft Development Plan) প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনায় পৌর নাগরিকগণের কোন মতামত থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ইং ০৮/০২/০৯ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে জানাইবার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
পৌরপতি, জঙ্গিপুর পৌরসভা

স্মারক সংখ্যা ঃ ১৩৩/(৪)/১১২/জে. এম ০৯ তাং ১৪/১/০৯

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।